সংবাদ

তারিখ 13 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

৬৭ দিন পর আজ ঢা.বিতে ক্লাস শুরু

গত ১৪ মাসে ৫ মাস বন্ধ, নতুন করে দেড় বছরের সেশনজট

□ শামসুন্নাহার হল ঘটনার তদন্ত কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেই

বশীর আহমাদ ॥ ৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হচ্ছে। গত ১৪ মাসে দেশের এ সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠটি ৫ মাস বন্ধ ছিল। নতুন করে দেড় বছরের সেশনজটের কবলে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী। এ নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, সবকিছুকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারলে সেশন জট কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বশেষ বন্ধ হয়েছিল ২৮শে জুলাই শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে পুলিশি হামলার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে; কিন্তু শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নে কোন অগ্রগতি নেই। তারপরও উপাচার্য বলেছেন, দোষীদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

গত বছর জুলাই মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর অশান্ত হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। গত সরকারের সময়ে ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মী হলে থাকতে পারেনি। তখন ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করেছে ছাত্রলীগ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই ছাত্রদল শুরু করে আন্দোলন। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের নিজ নিজ হলে তুলে দেয়া, হলগুলো থেকে বহিরাগত বিতাড়ন, ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত রাখা, প্রত্যাহারকৃত ৬৭ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর শাস্তি পুনর্বহালসহ বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ অব্যাহত রাখে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিলেও কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ফলে ২৯শে জুলাই ২০০১ থেকে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করে লাগাতার ধর্মঘট। অচল হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। চলতে থাকে ধর্মঘট। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের কয়েক দফা বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয় হলগুলো খালি করে পরিচয়পত্র দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের হলে তোলা হবে। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। হলে ওঠার সুযোগ পায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ১২ই আগস্ট ছাত্রদল তাদের ডাকা লাগাতার ধর্মঘট স্থগিত করে। শুরু হয় ক্লাস ও পরীক্ষা। ১৭ই আগস্ট ২০০১ ছাত্রলীগের জিয়া হল শাখার সহ-সভাপতি ফিরোজ আহমেদ নিজ কক্ষে গুলিতে রহস্যজনকভাবে নিহত হয়। তখন ছাত্রলীগ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মারধর করে হলগুলো থেকে বের করে দেয়।

ছাত্রদল আবার শুরু করে লাগাতার ধর্মঘট। ছাত্রদলের আগের দাবিগুলোর সঙ্গে যোগ হয় নতুন দাবি তৎকালীন উপাচার্য ড. এ. কে আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগ। কর্তৃপক্ষ ২ দিন ৪ দিন করে পর্যায়ক্রমে ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় অচলাবস্থা নিরসনের

ঢা. বি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

শিক্ষামন্ত্রী ঃ মিট দ্য প্রেস

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

যাতে শিক্ষাঙ্গনে ঠিকমতো ক্লাস নেন, সেজন্য উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা হবে। ধীরে ধীরে শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারব।

নকল, শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, কারিকুলাম, সিলেবাস প্রভৃতি বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার জনগণের অর্থে শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ব্যয় করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে, তারপরও শিক্ষার মান অর্জিত হবে না— এটা হতাশাজনক। তিনি বলেন, 'এমন অনেক স্কুল, কলেজ আছে যেখানে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ঠিকই দেয়া হয়, অথচ বছরে ৫ ভাগ ছাত্র পাস করতে পারে না। এসব স্কুল, কলেজের ব্যাপারে আমাদের ব্যবস্থা নিতেই হবে।' এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শিক্ষা সচিব এ ধরনের যে ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার কথা বলেছেন, তা তিনি কিভাবে করেছেন, আমার জানা নেই। তবে আমরা তিন ভাগে এ প্রতিষ্ঠান ভাগ করেছি। প্রথমত, কিছু প্রতিষ্ঠানকে সংস্কারের জন্য বলা হবে, কিছু প্রতিষ্ঠানকে তিরস্কার করা হবে এবং কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার মতো ব্যবস্থা নিলেও নেয়া হতে পারে।

আজ ছাত্রলীগের মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ নেতা-কর্মীদের নামে বরাদ্দকৃত সিট বৃহস্পতিবারের মধ্যে বুঝিয়ে দেয়াসহ ৪ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ও ২৩শে জুলাই শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন পালন করবে। একই দাবিতে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ শনিবার উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করবে।

বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ এ কর্মসূচি ঘোষণা করে। তাদের অন্য দাবিগুলো হচ্ছে—অনাবাসিক নেতা-কর্মীদের দ্বৈতাবাসিকের সুযোগ দেয়া, ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দসহ ছাত্র নেতাদের নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং সব ধরনের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি দেলোয়ার হোসেন।

ঢা.বি ঃ সেশনজট

(১২ পৃষ্ঠার পর)

জন্য গঠিত হয় সিন্ডিকেটের ৮ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি। ছাত্রদলের একগুঁয়েমি, ছাত্রলীগের অসহযোগিতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে সচল করা সম্ভব হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়কে। চলতে থাকে ধর্মঘট।

১লা অক্টোবরের নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিজয়ের ফলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হলগুলো ছেড়ে চলে যায়। ছাত্রদল বিনা বাধায় হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ হাতে পায়। ৫ই অক্টোবর ২০০১ ছাত্রদল তাদের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। ১০ই অক্টোবর শুরু হয় ক্লাস। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ছাত্রদলের ডাকা ধর্মঘটের কারণে ৬৯ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচল থাকে। এ সময় স্থগিত হয় ৬শ' পরীক্ষা। উল্লেখ্য, গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অস্বাভাবিক কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও বন্ধ হয়নি।

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত উপাচার্য ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরীকে অব্যাহতি দিয়ে সরকার ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে উপাচার্য নিয়োগ করে। ২৩শে জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনাটি ঘটে। শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর পুলিশ নারকীয় নির্যাতন চালায়। পুলিশ ১৭ ছাত্রীকে রাতে গ্রেফতার করে থানায় আটকে রাখে। শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্টকে অব্যাহতি প্রদান এবং ছাত্রদলের ৪ নেত্রীর হলে থাকাকে কেন্দ্র করে ওই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করতে আশ্রয় নেয় মিথ্যার। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তৎকালীন উপাচার্য ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ড. নজরুল ইসলামের পদত্যাগ এবং শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় জড়িত দোষীদের শাস্তির দাবিতে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। শুরু হয় ছাত্র-বিদ্রোহ। অচল হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ক্লাস বন্ধ, পরীক্ষা স্থগিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র-বিদ্রোহ ঠেকাতে ২৭শে জুলাই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। ২৮শে জুলাই সকাল ৮টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, নব্বইয়ের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে আর কখনও বন্ধ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলেও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ৩১শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উপাচার্য ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম পদত্যাগ করেন। প্রো-উপাচার্য ড. আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দারকে দায়িত্ব দেয়া হয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের। অধ্যাপক আতিকুর রহমানকে দেয়া হয় ভারপ্রাপ্ত প্রক্টরের দায়িত্ব। শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্তের জন্য সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে ১ মাস আগে। তদন্ত রিপোর্ট বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনে সাবেক উপাচার্য, সাবেক প্রক্টর, সাবেক প্রভোস্ট ও পুলিশকে দায়ী করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়েন। অবশেষে ১২ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়; কিন্তু ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সঙ্গে বিএনপি সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের কারণে ১২ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত ভেস্তে যায়। পুনরায় ৩রা অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘ ৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর আজ আবার ক্লাস শুরু হচ্ছে। সরকার এরই মধ্যে ড. এস. এম. এ ফায়েজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করে। গত মাসের ২৯ তারিখে হলগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। সেখানে এখন চলছে সহ-অবস্থান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ৬৯ দিন, শামসুন্নাহার হলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ৬৭ দিন এবং ছাত্রলীগ ও বাম সংগঠনের ডাকা আরও কিছু ধর্মঘটের কারণে গত ১৪ মাসে প্রায় ৫ মাস বন্ধ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফলে নতুন করে তৈরি হয়েছে দেড় বছরের সেশনজট।